0 3 AUG 1991

তারিখ 03 AUG 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দৈনিক সংগ্রাম

শিক্ষাঙ্গনে প্রতিপত্তি লাভের অপকৌশল

দেশের ৭৬টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ

ফকরুল আলম কাঞ্চনঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বন্ধ ঘোষণা করার পরও রাজধানীতে ছাত্র সংঘর্ষের শংকা দূর হয়নি। এখন সংঘাত মহানগরীর অন্যান্য কলেজ এবং এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। একটি বিশেষ মহল শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সংঘাত জিইয়ে রাখার রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করেছে এবং গোপনে এই তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে বলে জানা যায়।

গত ফেব্রুয়ারীর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হওয়ার পরই দেশজুড়ে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হয়। গত দুই মাসে রাজধানী শহরেই এই সংঘাত সংঘর্ষে তিন জন সম্ভাবনাময় ছাত্রের অকাল মৃত্যু হয়।

একটি সূত্রের মতে, দেশের একটি বিরোধী দল আন্দোলনের অংশ হিসেবে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সংঘাত-সংঘর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সূত্রের মতে, দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জনৈক এমপি ও প্রাক্তন একজন ছাত্রনেতাকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এমপির উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে দেশব্যাপী তাদের ছাত্র সংগঠনটিকে চাঙ্গা করার জন্যে। এই বিরোধী দলের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় ফিরে আসার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে দলটির মজবুত ছাত্র সংগঠন এবং এই ছাত্র সংগঠনটি অতীতে সংঘাত ও সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাধান্য

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন)

৭৬টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ

প্রথম পাতার পর

বিস্তার করেছিল। তাদের ধারণা আদর্শ নয় বরং দলীয় প্রভাব প্রতিপত্তি যাদের বেশী সেই দলে যোগ দেয়ার একটি প্রবণতা যুব সমাজের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং ছাত্র সংগঠনকে চাঙ্গা করার জন্য আদর্শের পাশাপাশি পেশী শক্তি প্রদর্শনেরও প্রয়োজন রয়েছে বলে এই বিরোধী দলটির মুরব্বীদেরধারণা।

এই লক্ষকে সামনে রেখে বিরোধী দলটি নব নির্বাচিত এমপির মাধ্যমে তাদের ছাত্র সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে নেমেছে। এ কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন চিহ্নিত মাসলম্যান ও ডাঃ মিলন হত্যাকারীদের দলে আশ্রয় দিয়েছে। শুধু ঢাকা নয় দেশের অন্যান্য স্থান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিহ্নিত মাসলম্যান ও মাস্তানদের দলে টানার সিদ্ধান্ত তাদের রয়েছে।

এ ব্যাপারে এলাকাভিত্তিক বিশেষ ব্যক্তিদের দায়িত্বও দেয়া হয়েছে।

সূত্রের মতে, বিরোধী দলটির শক্তি প্রয়োগের রাজনৈতিক কৌশল এবং এর মোকাবিলায় সরকারী ছাত্র সংগঠনটির অসহিষ্ণু মনোভাব সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘাত-সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

সূত্র আরো জানায়, বিরোধী দলটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘাত-সন্ত্রাস সৃষ্টির দু'টি টার্গেট রয়েছে। প্রথমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়ত দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘত সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই ঢাকা, রাজশাহী ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালসহ দেশের ৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। বেশ কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে খুব সহসাই এই পরিস্থিতির উন্নতির আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই।